উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

১ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 February 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

জলের মান দেখবে টাস্ক ফোর্স

রাজ্যে ২২৫ বেআইনি কারখানার হদিস

রাহুল মজুমদার • শিলিগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে জারবন্দি জলের কারখানা। পরিস্রুত পানীয় জল বলতেই এখন জারবন্দি জলের ওপরেই ভরসা করছে সাধারণ মানুষ। ২০ টাকায় মিলছে ২০ লিটারের জলের জার। এই জারবন্দি জলের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক জায়গায় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে অভিযোগও জমাও পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমীক্ষা করে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি

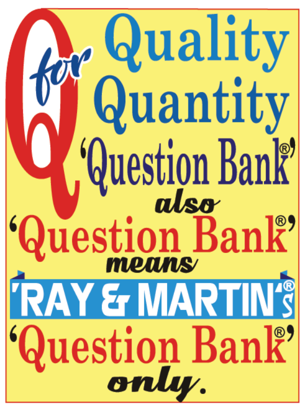

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় একটি করে টাস্ক ফোর্স গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে থাকবেন এলাকার পুর কর্পোরেশনের কমিশনার। টাস্ক ফোর্স গঠনের একমাসের মধ্যে প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই জল জারবন্দি করার ব্যবসা শুরু হয়েছে। মূলত গ্রামগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এই ব্যবসা। একাধিক এলাকাতেই কুয়ো থেকে পাম্প দিয়ে জল তুলে জারবন্দি করে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় পুকুরের জল বা পিএইচই-র জল পাম্পের মাধ্যমে ট্যাংকে ভরে তা জারবন্দি করে বিভিন্ন দামে বিক্রি করা হয়। শিলিগুড়িতেও এই ব্যবসার রমরমা। সম্প্রতি শিলিগুড়ির প্রধাননগর এলাকায় এই ধরনের একটি কারখানাতে অভিযানও চালান পুরনিগমের কর্মীরা। অভিযোগ, এই কারখানাটিরও ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। কোথাও রাজনীতির দাপটে, আবার কোথাও অর্থের জোরে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র ছাড়াই চলছে এই ব্যবসা। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে। সেই সূত্রে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দপ্তরের আধিকারিকরা একাধিক কারখানায় অভিযান চালান। পাশাপাশি এনিয়ে একবছর ধরে সমীক্ষা চলার পর উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, প্রায় ৮০ শতাংশ কারখানারই ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। এছাড়াও জল জারবন্দি করে বিক্রির জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তাও নেই।

সরকারি রিপোর্ট

রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর

জল নিয়ে জালিয়াতি

উত্তরবঙ্গের ৫৬টি কোথায় কত

মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর শংসাপত্র নেই

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় এরকম ৫৬টি কারখানার হদিস মিলেছে। তার মধ্যে মালদায় এই ধরনের কারখানা রয়েছে সবচাইতে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কোচবিহার। মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার হদিস পাওয়া গিয়েছে। এরপরই চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দেয় রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। তাতেই টাস্ক ফোর্স গড়ার কথা বলা হয়। জানা গিয়েছে, ওই দলের প্রাথমিক কাজ হবে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের চিহ্নিত করে দেওয়া কারখানাগুলিতে অভিযান চালানো এবং ওই কারখানার জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা। কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তদন্তের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রতি এক মাস অন্তর ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সচিবের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হাতে এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য

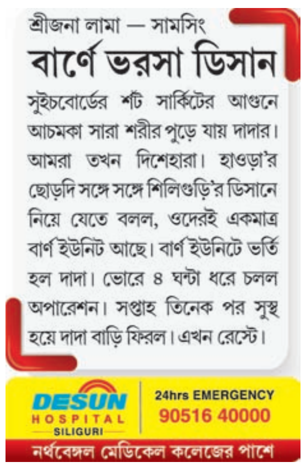

বলেন, 'আমাদের কাছে নির্দেশিকা আসার পরই আমরা কমিটি তৈরি করেছি। অভিযান চলছে।' জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকার বলেন, 'আমরা এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা এখনও হাতে পাইনি। পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সঈদকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। একদিন আগেই হাফিজের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার সদর দপ্তরের বাইরে যে ব্যারিকেড ছিল পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সেটি ভেঙে দেওয়া হয়। তারপরই হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনুন হোসেন এব্যাপারে একটি অর্ডিন্যান্সে সই করেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে যেসব ব্যক্তি ও সংগঠনকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছিল, সেগুলো পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠনের তালিকাভুক্ত হল। এর মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উদ-দাওয়া, হরকত-উল-মুজাহিদিনের মতো একাধিক সংগঠন। অন্যদিকে, আমেরিকার বাজেটে পাকিস্তানকে অসামরিক খাতে ২৫.৬ কোটি ডলার এবং সামরিক খাতে ৮ কোটি ডলার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানকে আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও কয়েক কোটি ডলার দেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে মার্কিন বাজেট প্রস্তাবে।

পাক ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল জঙ্গিদের ওইসব ঘাঁটি নির্মূল করতে হবে। এছাড়া জঙ্গিদের আর্থিক মদতও দিতে পারবে না পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা এবং মার্কিন বাজেটের অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এব্যাপারে হোয়াইট হাউস বলেছে, পাকিস্তানকে অর্থ বরাদ্দ করলে ওই ভূখণ্ডের স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং আর্থিক উন্নয়নও বাড়বে। সেইসঙ্গে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগও তৈরি হবে। আমেরিকার মতে, জঙ্গি দমনে সামরিক খাতে বরাদ্দ ৮ কোটি ডলারের অনুদান পাকিস্তানের কাজে লাগবে।

মার্কিন চাপে জেইউডি (জামাত-উদ-দাওয়া), এফআইএফ (ফালাহ্-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন) ইত্যাদি

এরপর নয়ের পাতায়

পুণ্ডিবাড়ি থেকে ব্যবসায়ী অপহরণের পান্ডা গ্রেফতার

শালকুমারহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ির চাল ব্যবসায়ী স্বপন দাসের অপহরণ কাণ্ডে মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তার নাম সন্তোষ সরকার। বাড়ি পুণ্ডিবাড়িতে। এই অপহরণ কাণ্ডে সন্তোষ সহ এখন পর্যন্ত মোট নয়জনকে গ্রেফতার করা হল। এরা সকলেই কোচবিহার জেলার বাসিন্দা।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান, পলাশবাড়ির ব্যবসায়ী অপহরণের ঘটনায় মাস্টার মাইন্ড সন্তোষ সরকারকে কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি থেকে এদিন গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মোট নয়জনকে ধরা হয়েছে। সন্তোষ সরকারকে বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

অনড় আলিপুরদুয়ার, বিকল্প চায় কোচবিহার

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার ব্যুরো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দার্জিলিং মেলকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পর সম্প্রসারণের কোনো ভাবনা নেই রেলকর্তাদের- এহেন ঘোষণার পরেও নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। মঙ্গলবার দার্জিলিং মেলকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সেখান থেকেই ফিরতি ট্রেন ছাড়ার দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার দলগাঁও স্টেশনে অনশনে বসে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে আলিপুরদুয়ারের একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন। যদিও এক রেলকর্তার সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুরেই সেই অনশন তুলে নেওয়া হয়। কোচবিহার থেকে দাবি উঠেছে- হয় দার্জিলিং মেলকে নিউ কোচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত

ট্রেনের দাবিতে অনশন দলগাঁওয়ে। -সংবাদচিত্র

চালানো হোক নতুবা বিকল্প হিসেবে এই রুটে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন দেওয়া হোক। এই দাবি সংসদের আগামী অধিবেশনে তুলবেন বলে জানিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। এনিয়ে তিনি রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন বলেও জানিয়েছেন।

এদিন সকালেই দলগাঁও স্টেশনে অনশন শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। খবর পেয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশনাল ম্যানেজার দলগাঁও স্টেশনে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা সহসভাপতি প্রশান্ত নাহা জানান, রেল আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেও দার্জিলিং মেলের দাবি থেকে সরছেন না। জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ডুয়ার্স রুটেই চালাতে হবে দার্জিলিং মেলকে। কলকাতা যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডুয়ার্সের মানুষের এখন ভরসা শুধু কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। এই রুটে ট্রেন চললে চা বলয়ের হাজার হাজার মানুষ, প্রতিবেশী দেশ ভুটানের বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন। তৃণমূল নেতাদের সাফ দাবি, দার্জিলিং মেলের দাবিতে আন্দোলন চলবেই। আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস, তরাই-ডুয়ার্স নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বোস, আলিপুরদুয়ার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে প্রমুখ জানিয়েছেন, দার্জিলিং মেলের দাবিতে যেকোনো আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করবেন। এই রুটে দার্জিলিং মেল না চালানোর অন্যতম কারণ হিসেবে ডুয়ার্স রুটে হাতির করিডর থাকার যে যুক্তি রেল দিয়েছে তা খণ্ডন করে তাঁরা বলেন, হাতি বাঁচিয়ে ট্রেন চালাতে যেসব পদক্ষেপ করার কথা ছিল রেলের, তার বেশিরভাগই রূপায়ণ করেনি রেলমন্ত্রক ও বন দপ্তর। রেল ও বন দপ্তরের সমন্বয়ের অভাবেই বারবার হাতি ট্রেনে কাটা পড়ছে। হাতি বাঁচিয়েও এই রুটে ট্রেন চালানো সম্ভব, মন্তব্য তাঁদের।

ট্রেন নিয়ে বিতর্কে এদিনও ফের মুখ খুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থেই নিউ কোচবিহার দিয়ে দার্জিলিং মেলকে চালানো হোক। যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁদের ভাবনার পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছেন রবিবাবু। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

এরপর নয়ের পাতায়

মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়ন কীভাবে করে, আমার কাছে শিখুন মোদি ঃ মমতা

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন সাংসদই কোটিপতি

▸▸ বারোর পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৬.৩৩
ডিজেল- ₹ ৬৬.৮০

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

ক্রিকেট সাফারিতে সিংহ শিকার

প্রোটিয়াদের দেশে প্রথম সিরিজ জয়

ভারত ঃ ২৭৪/৭
দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২০১

পোর্ট এলিজাবেথ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অভিশপ্ত সেন্ট জর্জ পার্কেই উড়ল তেরঙ্গা। মিশন আফ্রিকায় প্রথমবার সিরিজ জয় করে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন বিরাট কোহলিরা। এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজে ৪-১-এ এগিয়ে গিয়ে জয় নিশ্চিত করল টিম ইন্ডিয়া। চতুর্থ একদিনের ম্যাচে জয় এল ৭৩ রানে। ভারতের জয়ে এদিন নেতৃত্ব দিলেন রোহিত শর্মা ও কুলদীপ যাদব। প্রথমজন মিশন আফ্রিকায় রানে ফেরার দিনই পৌঁছে গেলেন একেবারে তিন অঙ্কের রানে। অন্যদিকে, চায়নাম্যান কুলদীপ তুলে নেন ৪ উইকেট। ৪২.২ ওভারে দক্ষিণ অফ্রিকা গুটিয়ে যায় ২০১ রানে।

দীর্ঘ আট ইনিংসের (টেস্ট ও ওডিআই মিলিয়ে) ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে আবারও দলের হাল ধরলেন রোহিত (১১৫)। ছন্দে ফিরলেন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। যদিও সহ অধিনায়কের ফর্মে ফেরা ভরসা জোগালেও, প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছোল না ভারতীয় ইনিংস। কোহলি-রাহানের রানআউট এবং মাহি-পান্ডিয়াদের ব্যর্থতা, তিনশোর সম্ভাবনা জাগিয়েও ৭ উইকেটে ২৭৪ রানে আটকে যায় মেন ইন ব্লু।

রোহিতের আউটের সময় দলের স্কোর ছিল ৪২.২ ওভারে ২৩৬-৪। হাতে ৪৬টা বল। ৪৩তম ওভারে রোহিত ও হার্দিক পান্ডিয়াকে পরপর দুই বলে আউট করেন লুঙ্গি এনগিডি। এরপর জমে যাওয়া শ্রেয়স আইয়ার ও ধোনি-চার উইকেট নিয়ে স্লগ ওভারে ভারতের ঝড় তোলার রাস্তাটা বন্ধ করে দেন। প্রথম একাদশে শুরুতে ইমরান তাহিরকে রেখেও শেষপর্যন্ত এনগিডিকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রোটিয়াজ ব্রিগেড। আস্থার মর্যাদা রাখতে ভুলচুক করেননি কৃষ্ণাঙ্গ পেসার (৫১-৪)।

জয়ের গন্ধ পেতেই উল্লাস। মঙ্গলবার সেন্ট জর্জ পার্কে। -পিটিআই

জোহানেসবার্গে বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়া ভারতীয় ইনিংসে ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। আজ কোনো অজুহাতের জায়গা নেই। টসে জিতে মার্করাম বলেছিলেন, ভারতীয় টপঅর্ডারকে দ্রুত ফিরিয়ে মিডলঅর্ডারকে চাপে ফেলে দিতে চান। টপঅর্ডার খেলে দিলেও, মিডলঅর্ডার কিন্তু প্রোটিয়াজদের চাপ নিতে পারেনি। দশ হাজার রানের মাইলফলকে পা রাখতে ধোনির দরকার ছিল ৪৬ রান। মাহির থেকে একটা ঝোড়ো ইনিংসেরও প্রত্যাশা ছিল। যদিও ১৩ রানে আউট হয়ে রেকর্ডের সঙ্গে দলের প্রত্যাশা খানখান করে ফিরলেন বহু স্মরণীয় যুদ্ধের নায়ক মাহি। বাকিরাও নৈব নৈব চ। বিরাটও প্রথমে ফিল্ডিং করতে চেয়েছিলেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো মনে হচ্ছে। রান তাড়া করতে সমস্যা হবে না। বিরাটের কথাতেই পরিষ্কার ২৭৪-এর চেয়ে বড়ো স্কোর আশা করেছিলেন। শিখর, রোহিত ও বিরাট-ত্রয়ীর দাপটে সেই সম্ভাবনা তৈরি হলেও, তা কাজে আসেনি বাকিদের ব্যর্থতায়।

জবাবে খেলতে নেমে হাসিম আমলা-মার্করাম ওপেনিং জুটিতে ৫২ রান যোগ করে বিরাটের আশঙ্কাটাই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মার্করাম ৩২ রান করে জসপ্রীত বুমরাহের বলে আউট হন। ৯ রানের মাথায় শ্রেয়স ক্যাচ ফেলার সৌজন্যে মার্করাম একবার বেঁচেও গিয়েছিলেন। এরপর ডুমিনি (১) ও এবি ডিভিলিয়ার্সকে (৬) ফিরিয়ে দিয়ে ভারতকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন হার্দিক পান্ডিয়া। কিন্তু ৬৫-৩ স্কোর থেকে ডেভিড মিলার-আমলা জুটি ৬২ রান যোগ করে দলকে ১২৭-এ পৌঁছে দেন। শেষপর্যন্ত মিলারকে (৩৬) ফিরিয়ে দিয়ে জুটি ভাঙেন যুযবেন্দ্র চাহাল। হাসিম আমলাকে ৭১ রানে রানআউট করে ভারতের সিরিজ জয়ের পথে শেষ বাধাটাও দূর করে দেন পান্ডিয়া।

এরপর ষোলোর পাতায়